



34420 - কঙ্কর নক্শপেৰে সময় সংঘটতি ভুলভ্ৰান্তগিলো

প্ৰশ্ন

কঙ্কর নক্শপেৰে সময় কছি কছি হাজীসাহবে যবে ভুলগলো কৰে থাকনে সগেলো কি কি?

প্ৰয়ি উত্তৰ

আলহামদু ললিলাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়ছে যে, তিনি কৌরবানরি দিনি সকাল বলো জমরাতুল আকাবাত ৭টি কঙ্কর নক্শপে কৰছনে; যটে সৰ্বশষে জমরাত ও মক্কার নকিটবৰ্তী। প্ৰত্যকেটি কঙ্কর নক্শপেৰে সময় তাকবীর বলছনে। কঙ্করগলো ছলি আঙুলৰে অগ্ৰভাগ দয়ি নক্শপে কৰার মত কঙ্কর অৰ্থাৎ ছলোর চয়ে কছিটা বড়।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বৰ্ণনা কৰনে যে, তিনি বলনে: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমরাতুল আকাবাত কঙ্কর নক্শপেৰে দিনি ভৌরে তাঁর সওয়ারীর পঠি আরোহতি অবস্থায় আমাকে বললনে: আমার জন্য (কঙ্কর) কুড়িয়ে আন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলনে: আমি তাঁর জন্য কঙ্কর কুড়িয়ে আনলাম; সগেলো আঙুলৰে অগ্ৰভাগ দয়ি ছুড়ে মারা যায় এমন। তিনি সগেলো নজিৰে হাতে রেখে বললনে: আপনারা এগুলোর মত কঙ্কর নক্শপে কৰুন...। দ্বীনৰে বশিয়ে বাড়াবাড়ি কৰা থেকে সাবধান থাকুন। কেননা আপনাদৰে পূৰ্বববৰ্তী উম্মতগণ দ্বীনৰে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কৰে ধ্বংস হয়ছে।”[সুনানে ইবনে মাজাহ (৩০২৯), শাইখ আলবানী ‘সহহি ইবনে মাজাহ’ গ্ৰন্থতে (২৪৫৫) হাদিসটিকে সহহি বলছনে]

আয়শো (রাঃ) থেকে বৰ্ণতি তিনি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছনে: “বায়তুল্লাহ তাওয়াফ কৰা, সাফা-মারওয়ার মাঝে প্ৰদক্ষণি কৰা ও জমরাতগলোতে কঙ্কর নক্শপে কৰার বধিান আল্লাহ যকিরি (স্মরণ) কৰে প্ৰতষ্টিতি কৰার জন্য আরোপ কৰা হয়ছে।”[মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে আবু দাউদ] এটাই হচ্ছে জমরাতগলোতে কঙ্কর নক্শপে কৰার হকেমত বা গূঢ় রহস্য।

কঙ্কর নক্শপে কৰার সময় হাজীসাহবেগণ যবে সব ভুল কৰে থাকনে সগেলো কয়কে ধরণে হতে পাৰে:

এক:

কটে কটে মনে কৰনে যে, মুযদালফি থেকে কঙ্কর সংগ্ৰহ কৰা না হলে কঙ্কর নক্শপে সহহি হবো না। এ কারণে আপনি দখেবনে যে, তারা মীনাতে পটৌছার আগতে মুযদালফি থেকে কঙ্কর কুড়াতে গয়িে ক্লান্ত হচ্ছনে। এটি ভুল ধারণা। বরং কঙ্কর



যে কোন স্থান থেকে সংগ্রহ করা যাবে; মুযদালফি থেকে, মীনা থেকে, কথিবা অন্য যে কোন স্থান থেকে। উদ্দেশ্য হচ্ছে কঙ্কর হওয়া।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কোন বর্ণনা আসেনি যে, তিনি মুযদালফি থেকে কঙ্কর সংগ্রহ করছেন যাতায়ে করে আমরা বলব যে, সটো সুন্নাহ। সটো সুন্নাহ নয়। মুযদালফি থেকে কঙ্কর সংগ্রহ করা ওয়াজবি নয়। কারণ সুন্নাহ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ বা অনুমোদন। এর কোনটি মুযদালফি থেকে কঙ্কর সংগ্রহের ক্ষত্রে পাওয়া যায়নি।

দুই:

কটে কটে কঙ্কর সংগ্রহ করে সেগুলোকে ধৌত করনে: এই সতর্কতা থেকে যে, কটে হয়তো কঙ্করের উপর পশোব করে রেখেছে কথিবা কঙ্করগুলোকে পরষিকার করার উদ্দেশ্য থেকে— এই ধারণা থেকে যে, কঙ্করগুলো পরষিকার-পরচ্ছিন্ন হওয়া উত্তম। কারণ যটোই হোক না কনে কঙ্কর ধৌত করা বদিত। কনেনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করেননি। যে কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি ইবাদতের উদ্দেশ্যে সে কাজ করা বদিত। আর ইবাদতের উদ্দেশ্যে না হলে এমন কাজ করা বোকামি ও সময় নষ্ট।

তনি:

কটে কটে ধারণা করে যে, এ জমরাতগুলো শয়তান এবং তারা শয়তানকেই কঙ্কর নক্ষিপে করছে। এ কারণে আপনি দেখবেন যে, কটে কটে তীব্র রাগ, ক্রোধ ও প্রতিক্রিয়াশীল আসে; যনে শয়তান তার সামনে। এরপর এই জমরাতগুলোতে কঙ্কর নক্ষিপে করে। যার ফলে নমিনোক্ত অনষ্টিগুলো ঘটে থাকে:

১। এমন ধারণা ভুল। বরং আমরা এই জমরাতগুলোতে কঙ্কর নক্ষিপে করি আল্লাহর যকিরিকে বুলন্দ করার জন্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করে এবং ইবাদত হিসেবে। কনেনা কোন মানুষ যদি কোন নকৌর কাজের উপকারিতা না জানা সত্বেও সটো পালন করে সে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত হিসেবেই সটো করে। এটি আল্লাহর প্রতি তার পরপূর্ণ নতস্বীকার ও পূর্ণ আনুগত্যের প্রমাণ।

২। কটে কটে তীব্র প্রতিক্রিয়া, ক্রোধ, রাগ, শক্তি ও আবগে তাড়তি হয়ে কঙ্কর মারতে আসে। আপনি দেখবেন যে, এতে করে সে ব্যক্তি অন্য মানুষকে কঠনি কষ্ট দেয়; যনে তার সামনের মানুষগুলো কোন কীটপতঙ্গ, তাদেরকে কোন পরোয়াই সে করে না, দুর্বলদের প্রতি ভ্রুক্ষিপে করে না। সে উত্তজ্জতি উটরে মত সামনের দকি আগাতে থাকে।

৩। ব্যক্তি এ কথা মনে রাখে না যে, সে আল্লাহর ইবাদত করতে এসছে কথিবা এই কঙ্কর নক্ষিপের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য একটি ইবাদত পালন করছে। এ কারণে সে ব্যক্তি শরয়িত অনুমোদতি যকিরি-আযকার বাদ দিয়ে শরয়িতে অনুমোদন নই



এমন কথাবার্তা বলে। আপনি দেখবেন যে, কঙ্কর মারার সময় সবে ব্যক্তি বলছে: ‘হে আল্লাহ! শয়তানকে অসন্তুষ্টকরণ ও রহমানকে সন্তুষ্ট করণস্বরূপ’। অথচ কঙ্কর মারার সময় এমন কথা বলা শরিয়তসম্মত নয়। বরং শরিয়তের বধিান হচ্ছে- তাকবীর বলা, যভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করছেন।

৪। এ ভ্রান্ত আকদার কারণে দেখা যায় যে, তিনি বড় বড় পাথর নিয়ে সগেলো নিক্ষেপে করছেন। তার ধারণা হচ্ছে পাথর যত বড় হবে শয়তানকে বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষেত্রে সেটো ততবশী কার্যকর হবে। আপনি দেখবেন, এমন লোকেরা জুতা ছুড়ে মারছেন, কাষ্টখণ্ড ও এ জাতীয় অন্য কিছু ছুড়ে মারছেন; যগুলো ছুড়ে মারা যায় না।

আচ্ছা, আমরা যখন বলছি যে, এমন বিশ্বাস ভ্রান্ত-বিশ্বাস তাহলে জমরাতের কঙ্কর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে কী ধরণের বিশ্বাস রাখব? জমরাতগুলোতে কঙ্কর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস রাখব যে, আমরা আল্লাহর মহত্ব প্রকাশ ও আল্লাহর ইবাদত পালন হিসেবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণ হিসেবে এ আমলটি করছি।

চার:

কঙ্কর কী নিক্ষেপ করার জন্য নির্ধারণ স্থানে পড়ল, নাকি পড়ল না- কউ কউ আছে এ ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেন না ও ভ্রুক্ষেপে করেন না।

নিক্ষেপিত কঙ্কর নির্ধারণ স্থানে না পড়লে সে নিক্ষেপ করা সহি হবে না। তবে, যদি প্রবল ধারণা হয় যে, কঙ্কর নির্ধারণ স্থানে পড়ছে তাহলে সেটো যথেষ্ট। পুরোপুরি নিশ্চিতি হওয়া শরত নয়। কারণ এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিশ্চিতি হওয়া সম্ভবপর নয়। যদি কোন ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিশ্চিতি হওয়া সম্ভবপর না হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমল করা হয়। কারণ শরিয়তপ্রণতো নামাযে সন্দেহ হলে: কয় রাকাত পড়া হয়েছে, তিনি রাকাত; নাকি চার রাকাত; সক্ষেত্রে প্রবল ধারণার উপর আমল করার কথা বলছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “সে ব্যক্তি যিনি কোনটা সঠিক সেটো নিশ্চিতি হওয়ার চেষ্টা করে; এরপর এর ভিত্তিতে বাকী নামায শেষ করে।” [সুনানে আবু দাউদ (১০২০)]

এ হাদিস থেকে জানা যায় যে, ইবাদতের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা যথেষ্ট। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজতা। কোননা কখনও কখনও ইয়াকীন বা নিশ্চিতি জ্ঞান অসম্ভব হতে পারে।

যদি কঙ্করগুলো হাউজের ভিতরে পড়ে এতই ব্যক্তির দায়িত্ব মুক্ত হবে; চাই সেটো হাউজের ভেতরে থেকে যাক; কিংবা গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে যাক।

পাঁচ:

কউ কউ ধারণা করেন যে, কঙ্কর নিক্ষেপে স্থলে যে পলির রয়েছে সে পলির গায়ে কঙ্করটি লাগতে হবে। এটি ভুল



ধারণা। কারণ কঙ্কর নক্ষিপে সহহি হওয়ার জন্য কঙ্করটি পলিাররে গায়ে লাগা শরত নয়। কনেনা এ পলিার নরিমাণ করা হয়েছে নক্ষিপে জায়গাটি, অর্থাৎ যখনে গিয়ে কঙ্করগুলো পড়ে; সটো চহ্নিতি করার আলামত হসিবে। কঙ্করটি যদি নক্ষিপে জায়গায় গিয়ে পড়ে তাহলে সটোই যথেষ্ট; পলিাররে গায়ে লাগুক বা না-লাগুক।

ছয়:

এ ভুলটি মারাত্মক ভুল। কছি কছি মানুষ কঙ্কর নক্ষিপে ক্ষত্রে অবহলো করনে। তাদের শারীরকি সক্ষমতা থাকা সত্বেও তারা অন্যকে কঙ্কর মারার দায়তি্ব দনে। এটি মহা ভুল। কারণ কঙ্কর নক্ষিপে হজ্জরে অন্যতম একটি আমল। আল্লাহ তাআলা বলনে: “তোমরা হজ্জ ও উমরা আল্লাহর জন্য পরপূরণ কর”। [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৬] এ আয়াতটির বধিান যাবতীয় কর্মসহ হজ্জ সম্পন্ন করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই মানুষরে উপর ওয়াজবি হচ্ছ হজ্জরে কার্যাবলী নজিহে পালন করা এবং অন্য কাউকে দায়তি্ব না দয়ো।

কটে কটে বলনে: তীব্র ভড়ি, আমার জন্য কষ্টকর। আমরা তাকে বলব: মানুষ যখন প্রথম ধাপে মুয়দালফি হতে মীনাতে ফরিে আসনে তখন তীব্র ভড়ি হলেও দিনরে শেষেভাগে তীব্র ভড়ি থাকে না, রাত্রে তীব্র ভড়ি থাকে না। যদি আপনি দিনরে বলোয় কঙ্কর মারতে না পারনে তাহলে রাত্রে মারুন। কনেনা রাত্রে কঙ্কর নক্ষিপে করার সময়। যদিও দিনে কঙ্কর মারা অধকি উত্তম। কনিত্তু, কটে যদি রাত্রে বলো ধীরসুস্থথে, শান্তভাবে, বনিয়-নম্র হয়ে কঙ্কর মারতে পারে সটো দিনরে বলো ভড়িরে কারণে মৃত্যুর ভয় নয়িে, কষ্ট-ক্লশেরে মধ্যে কঙ্কর মারার চয়ে উত্তম। হতে পারে সে ব্যক্তি কঙ্কর মারবে ঠকি কনিত্তু কঙ্করগুলো সঠকি স্থানে পড়বে না। সারকথা হল: যে ব্যক্তি ভড়িরে কথা বলবে আমরা তাকে বলব: আল্লাহ বিষয়টকিে প্রশস্ত করে দয়িছেনে। সুতরাং আপনি রাত্রে বলোয় কঙ্কর মারতে পারনে।

অনুরূপভাবে কোন নারী যদি মানুষরে ভড়িে কঙ্কর মারা নজিরে জন্য বপিদজনক মনে করনে তাহলে তিনি পরে রাত্রে বলোয় কঙ্কর মারতে পারনে। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবাররে সদস্যদের মধ্যে যারা শারীরকিভাবে দুর্বল ছিলিে, যমেন- সাওদা বনিতে যামআ ও তার মত অন্যরা, তাদেরকে কঙ্কর নক্ষিপে বর্জন করে অন্যকে দায়তি্ব দয়োর সুযোগ দনেনি (যদি সটো জায়গে কাজ হত)। বরং তিনি তাদেরকে শেষে রাত্রতিে মুয়দালফি ত্যাগ করার অনুমতি দয়িছেলিে; যাতে করে তারা মানুষরে ভড়িরে আগে কঙ্কর মারতে পারনে। এটি সবচয়ে বড় দললি যে, শুধু নারী হওয়ার কারণে নজিে কঙ্কর না মরেে অন্যকে দায়তি্ব দয়ো জায়গে নয়।

হ্যাঁ, যদি ধরে নয়ো হয় য়ে, কটে অক্ষম এবং তার পক্ষে নজিে নজিে কঙ্কর মারা সম্ভবপর নয়; দিনেও নয়, রাত্রেও নয়— তার ক্ষত্রেে অন্যকে দায়তি্ব দয়ো জায়গে আছে। কনেনা সে ব্যক্তি অক্ষম। সাহাবায়ে কেরোম (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে য়ে, তাঁরা তাদের বাচ্চাদের পক্ষ থেকে কঙ্কর মারতনে; বাচ্চারা কঙ্কর মারতে অক্ষম হওয়ার কারণে।

মোদ্দাকথা হচ্ছ: য়ে অক্ষমতার কারণে কটে নজিে কঙ্কর মারতে পারে না সে অক্ষমতা ব্যতীত হাজীসাহবে কর্তৃক অন্যকে



কঙ্কর মারার দায়িত্ব দয়ো বড় ধরণে ভুল। কনোনা এটাইবাদত পালনে অবহলো এবং ওয়াজবি বা আবশ্যকীয় কাজ পালনে
অলসতা।